টার্গেট নকল ছবি তবে...

সেন্সর বোর্ড এখন যতোটা না ব্যস্ত ছবির কাটপিস ও অশ্লীলতা নিয়ে, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত নকল ছবি নিয়ে। তাদের এই ব্যস্ততা নিয়ে এখন ফিল্মপাড়ায় আলোচনার ঝড় বইছে। অনেকেই বলছেন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় নকল বন্ধে অনুপ্রাণিত হয়েই হয়তো সেন্সর বোর্ডের এ উদ্যোগ। বছর খানেক আগেও ছিলো না সেন্সর বোর্ডের হুবহু ভারতীয় ছবির অনুকরণে নির্মিত ছবি নিয়ে মাথা ব্যথা। যদিও সেন্সর বোর্ডের নিয়ম রয়েছে নকল ছবির ছাড়পত্র না দেয়ার। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, আমাদের দেশে যতোগুলি ছবি নির্মিত হয়, তার মধ্যে শতকরা ৮০টি ছবিই ভারতীয় হিট ছবির হুবহু নকল। বাকি ২০টি ছবি বিভিন্ন ভারতীয় ছবির সমন্বয়ে নির্মিত। এমন নকল ছবির মধ্যে ব্যবসা সফল ছবি হলো 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ'। 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ' ছবিটির কথা এসেছে কারণ ছবিটি নকল তবুও অশ্লীলতা না থাকায় দর্শক টেনেছে হলে। হুবহু ভারতীয় ছবির কাহিনী শুধু নয়, হিট গানগুলোও একই সুরে বাংলা কথায় গাওয়া হয় ছবিতে। যাকে এক কথায় অনুবাদ বলা যায়। অর্থাৎ ভারতীয় ছবির বঙ্গানুবাদ মাত্র। ছবি নকল নিয়ে একজন সিনিয়র পরিচালকের সঙ্গে কথা হলে তিনি নাম

শ্বশুর বাড়ি জিন্দাবাদ ছবিটি নকল তবে ছাড়পত্র পেল কিভাবে

না প্রকাশের শর্তে বলেন, 'আমাদের দেশে বেশির ভাগ নকল ছবি নির্মিত হচ্ছে এ কথা ঠিক। তবে ভারতেও ওরা নকল করে। নকলটা ধরা পড়ে না ক্রিয়েটিভিটির কারণে। ওদের নকলটা বলা চলে অনুকরণ। ওরা তামিলসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ছবি এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছবিও অনুকরণ করে। আর আমরা যেটা করি হুবহু। যার কারণে আমরা ধরা খেয়ে যাই। ওদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব অনেক। আর এটিই হলো ক্রিয়েটিভিটি। এছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বাজেট সমস্যা। কম বাজেট ছাড়াও রয়েছে পাওনার অনিশ্চয়তা। এতো প্রতিবন্ধকতার মধ্যে যে আমাদের দেশে ছবি নির্মিত হচ্ছে এটাই বড় কথা। তবে আমাদের কিছু উদাসীনতা এবং সদিচ্ছার অভাবও রয়েছে। যার কারণে অল্প পরিশ্রমে জোড়াতালি দিয়ে একটা ছবি বানালেই হলো।' সম্প্রতি সেন্সর বোর্ড মুক্তিপ্রাপ্ত এবং ব্যবসা সফল বেশ কয়েকটি ছবিকে নকলের অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে 'সুন্দরী বধূ'। সেন্সর বোর্ডের অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কারণেই চলচ্চিত্র শিল্পের আজ এই পরিণতি বলে চিহ্নিত করলেন বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র কর্মী। জানা গেছে, 'হৃদয়ের বন্ধন', 'স্বামী-স্ত্রীর যুদ্ধ'সহ বেশ কয়েকটি ছবি সেন্সর বোর্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় একটি সূত্রে জানা গেছে, 'ফায়ার' ছবিটি পুনরায় প্রদর্শনের অনুমতি দিতে যাচ্ছে সেন্সর বোর্ড। অথচ 'মাটির ময়না' যে ছবিটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেল, সেই ছবিটি দর্শকদের দেখানোর ব্যাপারে নেই সেন্সর বোর্ডের মাথা ব্যথা। এই ছবিটি অনুমতি না দেয়ার কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, সেন্সর বোর্ডের সঙ্গে এখন জড়িত মৌলবাদী দলের কয়েকজন। 'মাটির ময়না' ছবিটিতে মাদ্রাসার গোঁড়ামি জীবন উন্মোচন করার

সি নে মা রি ভি উ

ওরা জিম্মি

সিনেমা হলের পর্দা উন্মোচনের পর দর্শকরা প্রথম যে জিনিসটি দেখে তা হচ্ছে ছবিটির দৈর্ঘ্য। কোনো এক বিচিত্র কারণে ছবির রিল গুণতে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 'ওরা জিম্মি'তেও তার ব্যতিক্রম হলো না। যখন তারা দেখলো, ১৪ রিলের ছবি– তখন হতাশার গুঞ্জন শোনা গেলো 'শালা মাত্র ১৪ রিল, এর মধ্যে নায়িকা নাচবো-গাইবো কখন, প্রেম করবো কখন, গোসল করবো কখন আর রেপই বা হইবো কখন?' হতাশ এক দর্শকের এ প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শুরু হলো আরএ খান পরিচালিত ছবি 'ওরা জিম্মি।'

ঘটনা সংক্ষেপ : পুলিশের চাকরিতে সুযোগ পায় ছবি, রেখা, বেলি। ছয় মাসের জন্য ট্রেনিং নিতে যায় ইন্সপেক্টর আরিফের অধীনে। ওদিকে শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তি কোপবাজ, যাকে সবাই ভাই নামে চেনে। ভাইয়ের অসৎ কাজের দোসর পুলিশ অফিসার জসিম। এদের সাথে দ্বন্দ্বের ফলে ছবি, রেখা, বেলিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ছবির বোন সিমুর সঙ্গে প্রেম হয় সাংবাদিক শাহীনের। 'ভাই'-এর বিরুদ্ধে লেখার অপরাধে শাহীন, সিমু দু'জনকেই প্রাণ দিতে হয়। প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর হয় তিনি নায়িকা। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ছবির প্রেমিক আরিফ ও রংবাজ উকিল রানা। সবাই মিলে 'ভাই'-এর সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

নারী-পুরুষ সমাচার : পুলিশের চাকরি পায় ছবির তিন নায়িকাই। ট্রেনিংয়ে যাবার আগে বাবা এক নায়িকাকে নিরুৎসাহিত করে। সুযোগ পেয়ে যায় নায়িকা সিনা। বড়সড় লেকচার ঝেড়ে দেয় জাতির উদ্দেশে– 'নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নাই। আজকাল চাকরি, ব্যবসার সকল ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীও সমানভাবে কাজ করছে।' নায়িকার এ বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া গেলো না। তার বক্তব্য সঠিক হলে বাংলা ছবিতে নায়িকাকে এভাবে পণ্য হয়ে থাকতে হতো না। খোলামেলা দৃশ্যে অভিনয় করা নায়িকা নির্বাচনের মাপকাঠি হতো না।

মিশা ও তিন নায়িকা : 'ওরা জিম্মি'তে মিশা অভিনয় করেছে অসৎ পুলিশ অফিসারের চরিত্রে। সারাক্ষণই যে মদ আর শসা খায়; একজন ওয়ার্ড কমিশনারকেও তুই-তোকারি করে। বাস্তবতার সঙ্গে মিল না থাকলেও অন্তত ছবিটি এমনটিই দেখানো হয়েছে। নায়িকাদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব শুরু থেকেই। সুযোগ পেলেই তাদের এনে জেলে ভরে, ইচ্ছেমতো টর্চার করে। এ রকম ঘটনা ছবিতে

প্রয়াস চালিয়েছেন নির্মাতা। যার কারণে রয়েছে ধর্মীয় অনুভূতি। এই বিষয়টি প্রাধান্য দিচ্ছে সেন্সর বোর্ড। সত্য বিষয়টি যদি ধর্মীয় অনুভূতির কাছে পরাজিত হয়, তা দুঃখজনক হবে বলে জানালেন কয়েকজন সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব। সেন্সর বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, 'মাটির ময়না' ছবিটির কাগজপত্র এখনও মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয় থেকে কাগজপত্র এলে তবেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। সেন্সর বোর্ডের নকল ছবির প্রতি হঠাৎ ঝোঁক দেখে সবাই হতবাক। এখন তাদের কার্যক্রম দেখে প্রশ্ন উঠেছে, ছাড়পত্র দিয়ে কেন আবার প্রদর্শন বন্ধ ঘোষণা করে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নির্মাতারা। এসব প্রশ্ন নিয়ে একজন সেন্সর বোর্ডের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব শুধু ছবি দেখা। আর আমরা কখনো নকল ছবির ছাড়পত্র দিই না। তবে রিমেক ছবির ছাড়পত্র দিই। নকল ছবির ছাড়পত্র দেয়ার অনুমতি নেই সেন্সর বোর্ডের।' তাহলে প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক এতোদিন যে নকল ছবি প্রদর্শন হলো তা ছাড়পত্র পেল কিভাবে?

(এরপর ৭৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রিয় তারকার প্রিয় অনুষ্ঠান

পুরুষ মডেল তারকাদের মধ্যে নোবেলের অবস্থান এখনও সবার শীর্ষে। জনপ্রিয়তায় অন্য অনেকের চাইতে এগিয়ে। সম্প্রতি নোবেল 'মেরিল-প্রথম আলো' তারকা জরিপে পুরুষ ইভেন্টে সেরা মডেলের পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের প্রথম প্যাকেজ নাটক 'প্রাচীর পেরিয়ে'সহ আরো দু'একটি নাটকে অভিনয় করলেও নোবেল কেবল বিজ্ঞাপনেই নিয়মিত। তবে বিজ্ঞাপনের মেকিং এবং প্রডাক্টের কোয়ালিটিও তার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে দীর্ঘদিন যাবৎ দায়িত্বপূর্ণ পদে নোবেল কর্মরত থাকার কারণে দারুণ ব্যস্ত সময় কাটাতে হয় তাকে। নোবেলের সঙ্গে কথা হয় তার প্রিয় অনুষ্ঠান আর টিভি চ্যানেল নিয়ে। নোবেল বলেন, অফিসের ব্যস্ততার কারণে শুধু রাত ছাড়া টিভি দেখার সময় হয়ে ওঠে না। আর যখন দেখি তখন যে খুব সিরিয়াসলি কোনো প্রোগ্রাম দেখি তা নয়। চ্যানেল ঘুরাতে থাকি, হয়তো কোনো প্রোগ্রাম বেশ এন্টারটেইনি মনে হলো, ব্যস সেটাই দেখতে শুরু করলাম– অনেকটা এভাবেই। দেশী চ্যানেল সম্পর্কে জানতে চাইলে নোবেল বলেন, 'একুশে টিভির প্রেজেন্টেশনটা ভালো। একুশের রাতের সংবাদ নিয়মিত দেখার চেষ্টা করি। তবে ইটিভিতে প্রোগ্রাম খুব কম মনে হয়। একই অনুষ্ঠানের বার বার রিপিটেশন ভালো লাগে না। একুশে বিজনেসটা দেখার চেষ্টা করি। চ্যানেল আই-এর নিউজটা ইদানীং বেশ ভালো করছে। বিটিভি সেভাবে দেখা হয় না। তবে বিটিভিতে এখনও বেশ ভালো কিছু প্রোগ্রাম হয়। বিশেষ করে জনসচেতনতা ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলোর কথা বলছি। আর 'ইত্যাদি'টা খুব ভালো লাগে। তবে ইদানীং কোনো চ্যানেলেই নাটক দেখা হয়ে ওঠে না। বাইরের চ্যানেলগুলোর মধ্যে এইচবিও নোবেলের সবচে' প্রিয়। মুভি চ্যানেল সম্পর্কে নোবেল বলেন, এইচবিও'র কিছু স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে যেমন– সুপারস্টার সানডে, সেটারডে নাইট খুব ভালো লাগে। স্টার মুভিজও ভালো। তবে এডি মার্ফি, আল পাচিনো, ডেমি ম্যুর আমার খুব প্রিয়। কোনো চ্যানেলেই আমি তাদের ছবি মিস করতে চাই না। মিউজিক চ্যানেলগুলোর মধ্যে এমটিভি নোবেলের প্রিয়। অন্যান্য চ্যানেলের মধ্যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, ডিসকভারি, স্টার প্লাসও রয়েছে নোবেলের প্রিয় তালিকায়। স্টার প্লাসে সনু নিগমের 'কিসমে কিতনা হ্যায় দম' নোবেলের বেশ ভালো লাগে।

যেকোনো চ্যানেলে নোবেলের সবচেয়ে প্রিয় বিজ্ঞাপন। নোবেল বলেন, 'আসলে অ্যাডের প্রতি সব সময়ই আমার একটা এক্সট্রা অ্যাটাকশন আছে। দেশী এবং বিদেশী সব চ্যানেলের অ্যাডগুলোই খুব যত্ন নিয়ে দেখি। মেকিংটাও অবজার্ভ করার চেষ্টা করি।

ঘটেছে বেশ কয়েকবার। প্রতিবারই দর্শক ভাবে, এবার বোধহয় কিছু ঘটবে। কিছু ঘটেও। বাজে ইঙ্গিত ছাড়াও নায়িকাদের চেয়ারে বেঁধে রেখে যখন একে একে তিনজনের কোলে গিয়ে মিশা বসে পড়ে, দর্শকরা তখন উত্তেজনার চরমে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পরিচালকও দৃশ্য এগিয়ে নেন না। দর্শকও তার টিকেটের পয়সা পুরোপুরি হালাল হয়েছে বলে মনে করতে পারে না। 'মিশার জায়গায় আমি থাকলে তাও তো কিছু পয়সা উসুল হতো' এক দর্শকের আক্ষেপ।

ইজ্জত হারাচ্ছে কে? : ভিলেন ধর্ষণ করতে যাচ্ছে নায়িকাকে। দর্শকদের জন্য খুবই আনন্দদায়ক একটি ব্যাপার। কিন্তু নায়িকার জন্য মোটেই তা নয়। সে ঢাকা শহরের এ মাথা থেকে ও মাথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে ভিলেনের কাছ থেকে নিজের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য। কিন্তু হলো না; যথাসময়ে নায়িকাকে কব্জা করে ফেলে ভিলেন।

ছবিটির নায়িকা লাজুক

দর্শক উত্তেজিত। এ সময়ই নায়িকাকে সহানুভূতি দেখিয়ে ভিলেনের ডায়ালগ, 'আরে, তোর তো ইজ্জত যাবে না, ইজ্জত হারাবো তো আমি।' শিস-সিটি তালি মাঝেই এক দর্শকের চিৎকার শোনা গেলো– 'মাঝে মাঝে এর রকম ইজ্জত আমিও হারাইবার চাই।'

প্রতারক পরিচালক : ছবি শেষ। ভিড় ঠেলে হল থেকে বেরিয়ে আসছে দর্শকরা। তারা ছবিটি দেখে ঠিক তৃপ্ত নয়। অনেকে তো এ জন্য সরাসরি অভিযুক্ত করলেন পরিচালককে। 'হারামির বাচ্চা বহুত বড় চিটার। ছবিতে নায়িকা নিছে চাইরটা। সবগুলো অপরিচিত। ভাবলাম ছবি শেষ হইতে না হইতেই বেবাগগুলারে শরীর চিইন্যা ফালামু। আগেও এরকম হইছে। নতুন নায়িকা মানেই হিট (!)। কিন্তু এই ছবিতে খুব বড় ধরা খাইলাম। সারা ছবিতে বহাইয়া রাখলো, কিন্তু যুৎসই একটা সিনও দেখাইলো না। পরিচালক শালারে পাইলে....।' গালি দিয়েই যাচ্ছে লোকটা। গালির ধরন এমনই যে, পরিচালক সামনে থাকলে রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটে যেতো।

কিডনি রোগীর জন্য কনসার্ট

অমিতের চিকিৎসার সাহায্যার্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন সহানুভূতিশীল হাজার হাজার মানুষ। তাই তো তার চিকিৎসার টাকা সংগ্রহের জন্য বেগ পেতে হয়নি। অমিতের মতো সূচি বা অনেক অসুস্থ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। গত ১২ জুলাই বিকালে এমনই এক অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার সাহায্যের জন্য অনুষ্ঠিত হলো কনসার্ট। সাধারণ মানুষ এসেছিলো কনসার্টে। ওদের ভাষায় 'শুধু কনসার্ট দেখতে নয় এসেছি একজন অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে।' যার জন্য এ আয়োজন, তিনি হলেন কিডনি রোগে আক্রান্ত মাহমুদা। আর্মি স্টেডিয়ামে আয়োজিত এ কনসার্টে আয়োজক গোষ্ঠীর দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে সাময়িক সমস্যার সৃষ্টি হয় কনসার্টে। কনসার্টে প্রথম গান পরিবেশন করেন ব্যান্ডদল এসবিএন। তারা 'সময়ের নিষ্ঠুরতা'সহ বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। এরপর স্টেজে ওঠে ব্যান্ডদল এলআরবি। স্টেজে ওঠার আগে এলআরবি'র ভোকালিস্ট আইয়ুব বাচ্চুসহ সবাইকে আপসেট লাগছিলো। কারণ

হিসেবে জানা গেল, তারা চিটাগাং কনসার্ট শেষ করে ঢাকায় নেমেছে এদিন এগারোটায়। এরপর তিনটায় আবার কনসার্ট। অবশেষে শুরু হলো কনসার্ট। এলআরবি স্টেজে উঠে প্রথমে শুরু করেন 'ভুলে যাই' এরপর 'মন চাইলে মন', 'উড়াল দেব আকাশে' গান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক শুরু করেন নাচ। এরপর একের পর এক তাদের জনপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করেন।

এলআরবি স্টেজ থেকে নামার পর অন্য ব্যান্ডদল দু'টি নগর বাউল ও স্বাধীনতা আসতে দেরি হওয়ার কারণে শুরু হয় দর্শকদের হৈচৈ। স্টেজ থেকে নেমে গাড়িতে উঠতে ভক্তদের ভিড়। ভিড় ঠেলে গাড়িতে উঠলেন এলআরবি'র সদস্যরা। গাড়ি টান দেয়ার পর আইয়ুব বাচ্চু আপন মনে গাইতে লাগলেন 'আমি যে গুণাহগার' গানটি। কিছুক্ষণ পরেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'কনসার্টের টেনশন কমলো। এবার অসুস্থ মাকে সময় দিতে হবে।' গাড়ি আর্মি স্টেডিয়ামের পেছনে ফেলে এগিয়ে চলছে। পেছনে তাকাতে দেখা গেল হাজার হাজার দর্শক এখনও আসছেন স্টেডিয়ামের দিকে। একজন অসুস্থ রোগীর সাহায্যার্থে।

অডিও

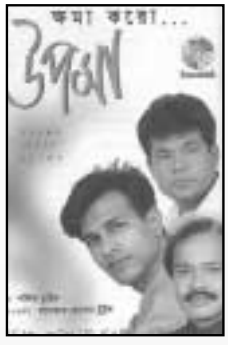

ক্ষমা করো উপমা : 'ক্ষমা করো উপমা' শিরোনামের মিক্সড অ্যালবামের শিল্পীরা হলেন মনির খান, আসিফ ও জাহাঙ্গীর। কথা– শফিক তুহিন, সুর ও সংগীত– মনোয়ার হোসেন টুটুল। প্রযোজনা ও পরিবেশনা– সাউন্ডটেক। গানের কথা হলো– উপমা, পরান পাখি, কাঁদালে আমায়, অবুঝ মনা, কতো সহজেই, সুখেই থেকো, চিনতে না চিনতে, ফিরবো না পিছু, পেয়েছো খুঁজে, ভালোবাসার গোলাপ, পারিনি ফেরাতে, আকাশ কত বিশাল।

বায়োস্কোপ : সেলিম খান নিবেদিত মিক্সড অ্যালবাম 'বায়োস্কোপ' প্রযোজনা করেছে সংগীতা। শিল্পীরা হলেন– দলছুট, বিপ্লব, পান্থ কানাই। গানের কথা হলো– বায়োস্কোপ, ডাক পাঠালাম, জলের ওপর ছায়া পড়ে, হৃদয়ের দাবি, দেহমাদল, আকাশ ছুঁয়ে, চাঁদের শহর, দরকার নাই, স্বপ্নগুলো এলোমেলো, ফেরারি সময়, নিমন্ত্রণ, চুরি হয়ে যায়।

প্রেমের ফাঁদে : সাউন্ডটেকের প্রযোজনা ও পরিবেশনায় কায়েসের একক অ্যালবাম 'প্রেমের ফাঁদে'। গানের কথা হলো– মা কাদিস না, সুন্দরী গো, চন্দনা গো, প্রেমের ফাঁদে, রুন ঝুন রুন, পরের ঘরে, হৃদয় কাঁদে, জীবনের নির্জনতা, আর তুমি কতো, প্রাণ যায়, ভালো মন্দ, বুকে জ্বলে। কথা ও সুর– কায়েস, নাদিম আহমেদ, শামি আহমেদ, রাধা রমণ। সঙ্গীত– নাদিম আহমেদ।

প্রিয়তমা নীলাঞ্জনা : আদিত্য সানির একক অ্যালবাম 'প্রিয়তমা নীলাঞ্জনা' প্রযোজনা করেছে সংগীতা। গানের কথা হলো– দুঃখের আগুনে পুড়ে, সজনী হলে না তুমি, আমার মরণ হলে, জীবন প্রদীপ, আমার মন মহাজন, প্রিয়তমা নীলাঞ্জনা, এ হৃদয় আমার, আমার না বলা কথা, ভুলে ভরা পৃথিবীতে, সোনার কাঠির ছোঁয়ায়, ঘুম নেই দুচোখে, যদি তুমি সুখ পাও।

লোক সঙ্গীত সন্ধ্যা

৯ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে শিল্পী নয়নের একক 'লোক সঙ্গীত সন্ধ্যা'। আয়োজনে পল্লী বাউল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। শিল্পী নয়নের দেশের বাড়ি ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে। যে-খানে পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীনের জন্মস্থান। কবির ফেলে আসা সেসব পদচিহ্ন অনুসরণ করেই আজকের কণ্ঠশিল্পী নয়ন বলে জানালেন তিনি। তার সঙ্গীতে হাতেখড়ি '৮৪ সালে। প্রথমে ফরিদপুর শিল্পকলা

একাডেমী, এরপর ঢাকা নজরুল একাডেমীতে। এর মধ্যে নয়নের একটি 'বাউলা গান' শিরোনামের একক অডিও অ্যালবাম বের হয়েছে। তিনি লোকসঙ্গীত সন্ধ্যায় গাইবেন 'গ্রামের নওজোয়ান', 'যারে ছেড়ে এলাম'সহ বিভিন্ন বাউল গান।

আসছে বিটিভিতে

বিটিভিতে শীঘ্রই আসছে ফ্যামেলি ড্রামা 'তুমি আর আমি আর...'। বেগম মমতাজ হোসেন রচিত, তারেক মিন্টু পরিচালিত ১৩ পর্বের এই ধারাবাহিক নাটকটি প্রযোজনা করেছে দি মেকার্স। নাটকটির কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি পরিবারকে নিয়ে। একান্নবর্তী পরিবারের তিন ছেলে এক মেয়ে এবং পুত্রবধূ। পরিবারের বড় বউ পুরো সংসারটিকে আগলে রেখেছেন। মেজ বউ আলাদা সংসার করার চিন্তায় ব্যস্ত। সংসারের প্রত্যেকেরই স্বপ্ন নিজেদের একটা ফ্ল্যাট বাড়ি হবে। এদিকে ফ্ল্যাটের জন্য গ্রামের জমি বিক্রি করা হয়। পরবর্তীতে ফ্ল্যাটের ভাগাভাগি নিয়ে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। এভাবেই এগিয়ে যায় কাহিনী। লাইট অ্যান্ড শ্যাডোর পরিবেশনায় নাটকটিতে অভিনয় করেছেন– দিতি, তমালিকা কর্মকার, শামস সুমন, জয়, সিজার, বিজরী বরকত উল্লাহ, দিলারা জামান প্রমুখ।

তুমি আর আমি আর... নাটকের একটি দৃশ্য

মঞ্চ

ভাগের মানুষ

সময় প্রযোজিত ভাগের মানুষ নাটকের দৃশ্য

দীর্ঘ প্রায় ৩ বছর পর সময়-এর 'ভাগের মানুষ' নাটকটির মঞ্চায়ন শুরু হয়েছে। এটি সময়-এর ২৫তম প্রযোজনা। 'ভাগের মানুষ' নাটকটির প্রেক্ষাপট ১৯৪৭ সালের ভারত-পাকিস্তান দেশ বিভাগ। সে সময় সুস্থ্য মানুষের পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষের ভাগটাও জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। কেমন হবে সে ভাগাভাগি। আপাত পাগল মনে হলেও তাদের মুখ থেকেই বেরিয়ে আসে ৪৭-এর রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্যক্তি অধিকারহীনতা, সামাজিক জটিলতার মতো নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাগলরা যেন আর পাগল নয়, তারা সুস্থ্য, স্বাভাবিক এবং অধিকার সচেতন। এরকম নাটকীয় ঘটনাবলীর সমারোহ 'ভাগের মানুষ'।

পাকিস্তানের বিখ্যাত ছোট গল্প লেখক সা'দত হাসান মান্টো'র অনুগল্প 'টোবাটেক সিং' অবলম্বনে 'ভাগের মানুষ' নাটকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন মান্নান হীরা। সেট ডিজাইন, আবহসঙ্গীত পরিকল্পনা এবং নির্দেশনা দিয়েছেন– আলী যাকের। নিজ দলের বাইরে আলী যাকের নির্দেশিত দ্বিতীয় নাটক এটি। প্রথমটি 'দর্পনে শরৎশশী'। ইতোমধ্যে সময় 'ভাগের মানুষ' নাটকটির ২৫ তম মঞ্চায়ন অতিক্রম করেছে। আগামী ২৬ জুলাই মহিলা সমিতি মঞ্চে এবং ২৮ জুলাই গাইড হাউস মঞ্চে 'ভাগের মানুষ' নাটকটির দুটি মঞ্চায়ন হবে। এ ছাড়া 'সময়'-এর চলতি প্রযোজনার মধ্যে রয়েছে হেনরিক সোহান ইবসেনের Roseme-Rsholm নাটকের ছায়া অবলম্বনে গাজি রাকায়েত রচিত এবং নির্দেশিত নাটক 'সাদা ঘোড়া'। আগামী আগস্ট থেকে 'সময়' তাদের নতুন প্রযোজনার কাজ শুরু করবে।

অন্তিম অর্চক

বাংলা ছবি আমেরিকায়

এই প্রথমবারের মতো 'এই নাম দোস্তী' নামের একটি ছবি গ্রহণ করেছে আমেরিকার কংগ্রেস আর্কাইভ। গত ৯ জুলাই ছবির প্রযোজক আমিরুল ইসলাম খান বুলবুল আমেরিকান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক কার্ল ফ্রিৎস-এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ছবির প্রিন্ট হস্তান্তর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নায়ক রিয়াজ, ফ্লোরিডার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আতিকুল রহমান আতিক, আমেরিকান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপ পরিচালক পল পোল্যাটসসহ অনেকে। এরই নাম দোস্তী' ছবি মার্কিন ডিস্ট্রিবিউটাররা নিয়ে আমেরিকার সিনেমা হলে নিয়মিত প্রদর্শনী চালাচ্ছে বলে জানা যায় প্রযোজনা সূত্রে। এর আগে এই ছবিটি অস্ট্রেলিয়া সরকারিভাবে নিয়েছে।

ছবির প্রিন্ট হস্তান্তর করছেন প্রযোজক আমিরুল ইসলাম বুলবুল

জুক বক্সের আত্মপ্রকাশ

১৬ জুলাই রাজধানীর হোয়াইট হাউজ রেস্টুরেন্টে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে ব্যতিক্রমধর্মী সংগীত বিষক সংগঠন জুক বক্স। এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন ছিল সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ উপলক্ষ্যে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় সংগঠনটির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং কার্যক্রম। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন জুক বক্সের পক্ষে সংগীত শিল্পী বাপ্পা মজুমদার, সঞ্জীব চৌধুরী, তওফিকুর রহমানসহ অনেকে।

রুহুল তাপস, নোমান মোহাম্মদ জব্বার হোসেন

হুমায়ূন কথা

এবার ফেরদৌস-শাওনকে জুটি করে পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ নির্মাণ করছেন 'চন্দ্রকথা'। আগের তিন ছবি 'আগুনের পরশমনি', 'শ্রাবণ মেঘের দিন 'ও 'দুই দুয়ারি' নিজেই প্রযোজনা করেছিলেন। কিন্তু 'চন্দ্রকথা' প্রযোজনা করছেন প্রবাসী তরুণ স্বাধীন। জানা গেছে সেই তরুণ প্রযোজকের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই শাওনকে কাস্ট করা হয়েছে। তবে আরেক জুটি মাহফুজ আহমেদ ও তানিয়া সেই শূণ্যস্থান কিছুটা পূরণ করে দিয়েছে। হুমায়ূন আহমেদ নাকি সেই প্রযোজককে আশ্বাস দিয়েছেন, লগ্নী ফেরতসহ লাভ পাবেন। কিন্তু তার আগের ছবি 'দুই দুয়ারি'র লগ্নীকৃত টাকা এখনও পুরো ফেরত আসেনি। উল্লেখ্য, এই ছবিতে হুমায়ূন শাবনূরকে চেয়েছিলেন তানিয়ার চরিত্রে। কিন্তু শাবনূর চেয়েছিলেন শাওনের চরিত্রটি। তাই তাদের একসঙ্গে আর ছবি করা হয়ে উঠলো না।

যুদ্ধ

অঘোষিত যুদ্ধ এখন কেয়া ও রত্নার মধ্যে। বিশেষ করে ৭ জুলাই থেকে এই যুদ্ধ যেন পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। কারণ সেদিন কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাওয়ার্ড পেয়ে কেয়া হয়েছেন ২০০১ সালের সেরা নতুন মুখ। কিন্তু রত্না ভেবেছিলেন সেই পুরস্কারটা তিনি পাবেন। সেই না পাওয়ার বেদনাটা কেয়ার ওপর দিয়েই প্রতিশোধ নিতে চান রত্না। তার কথা বার্তায় ইদানীং সে রকম আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ফিরে এসে

প্রায় দুই মাস দেশের বাইরে ছিলেন একা। ঢাকায় ফিরেই যোগাযোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। হাতে ছবির সংখ্যা প্রায় শূণ্যের কোঠায়। এই অবস্থায় একার 'চরম অপমান' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। চার বছর আগে শুরু হওয়া এই ছবির ব্যবসা ভালো বলেই দু'একজন পরিচালক একার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। গত সপ্তাহে এফডিসিতে দেখা গেছে তাকে এমএম আওয়াল পরিচালিত 'মালিক বাদশা' ছবির শুটিং করতে। সেদিন একাকে দেখে মনে হয়েছে হঠাৎ করেই যেন তিনি চুপসে গেছেন।

রত্না

দেবদাসে শমী

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাতারা সবসময়েই ভারতীয় ছবির অনুকরণপ্রিয়। একথা সবার জানা। তবে আমাদের দেশে 'দেবদাস' ছবিটি নির্মিত হয়েছে অনেক বছর আগে। এটি জনপ্রিয়তাও পেয়েছিলো আকাশ ছোঁয়া। সম্প্রতি ভারতে হিন্দিতে 'দেবদাস' নির্মিত হবার পর আবারও আমাদের দেশের নির্মাতারা উদ্যোগী হয়েছেন ছবিটি এদেশে নির্মাণের জন্য। তবে কে নির্মাণ করবেন এই ছবিটি এ নিয়েও পরিচালকদের মধ্যে কয়েক দফা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

যাই হোক অবশেষে জানা গেল, যে-ই দেবদাস নির্মাণ করেন না কেন তিনি টিভি তারকা শমী কায়সারের জন্য একটি চরিত্র নির্ধারণ করে রাখবেন।

শমী কায়সার 'হাসন রাজা' ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় আলোচিত হন এবং নির্মাতাদের নজরে পড়েন। পরবর্তীতে শমী ভক্তরা তাকে টিভি নাটকের পাশাপাশি সিনেমার বড় পর্দাতেও দেখার সুযোগ পাবেন।